মেহেরপুরের আমঝুপিতে মানবাধিকার এ্যাওয়ার্ড প্রদান

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উৎযাপন উপলক্ষে গতকাল শনিবার বিকাল ৩ টার দিকে আমঝুপিতে মানব উন্নয় কেন্দ্র (মউক) মানবাধিকার এ্যাওয়াড প্রদান ও আলোচনা সভার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে এ্যাড. মিয়াজান আলী সভাপতি করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন এ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন ও পি পি এ্যাড. পল্লব ভট্রাচার্য তরুন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলার ২০ জন মানুষকে সমাজে অবদান রাখায় সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

যৌতুক না দেয়ায় শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্ত্রীকে পেটালেন হুজুর

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় এক হুজুরকে যৌতুকবাবদ গাড়ি কিনে না দেওয়ায় স্ত্রী, শ্বশুর ও শাশুড়িকে পিটিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে গত শুক্রবার।

জানা যায়, শৈলকুপার হাকিমপুর গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে মওলানা মাহফুজুর রহমান হাকিমপুরী ২য় বিয়ে করেন শান্তিডাংগা গ্রামের আজিজুর রহমানের কন্যা হাফেজা ফাতেমা তাসলিমকে। সে শেখপাড়া বাস স্ট্যান্ড জামে মসজিদের ইমাম। সে ইমামতি পেশার সাথে বিভিন্ন এলাকায় ওয়াজ নসিয়ত করে বেড়ায়।

যার জন্য গাড়ি কেনার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় শ্বশুরের কাছে ২০ লক্ষ টাকা যৌতুক দাবী করে, শ্বশুর আজিবর রহমান এই টাকা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রী, শ্বশুর ও শাশুড়িকে বেধড়ক পেটান।

বর্তমানে তারা শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়ে আছেন। শ্বশুর আজিবর রহমান বলেন, সে প্রায়ই আমার কাছে গাড়ি কেনাবাবদ ২০ লক্ষ টাকা যৌতুক দাবী করে আসছিল। কিন্তু আমি গরীব মানুষ হওয়ায় টাকা দিতে পারিনি।

এত টাকা আমি কোথায় পাবো। মওলানা মাহফুজুর রহমান বলেন, রাগের মাথায় আমি মারপিট করেছি, আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করে দেন। এব্যাপারে শৈলকুপা থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলম বলেন, অভিযোগ পেয়েছি, বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উল্লেখ্য তার ১ম স্ত্রীর সাথে যৌতুকের কারণে কোর্টে মামলা চলছে।

করোনাভাইরাসে দেশে প্রাণহানি ৭ হাজার ছাড়াল

করোনাভাইরাসে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে ১ হাজার ৩২৯ জন।

শনিবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতর এক বুলেটিনে দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতির সর্বশেষ এই তথ্য জানিয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন শনাক্ত ১ হাজার ৩২৯ জনকে নিয়ে দেশে আক্রান্তে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৮৯ হাজার ১৭৮ জন। আরও ৩৪ জনের মৃত্যুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭ হাজার ২০ জন হয়েছে।

গত একদিনে বাসা ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ৩ হাজার ১৮৫ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এ নিয়ে সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে ৪ লাখ ১৭ হাজার ৫০৩ জন হয়েছে।

দেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছিল গত ৮ মার্চ। এর ১০ দিনের মাথায় ১৮ মার্চ প্রথম মৃত্যুর খবর আসে।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনে করোনাভাইরাসের উপদ্রব শুরু হয়। এটি

বর্তমানে বিশ্বের ২১৩ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। ১১ মার্চ কোভিড ১৯-কে বৈশ্বিক মহামারী ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

মওলানা ভাসানীর ১৪০তম জন্মবার্ষিকী আজ

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ১৪০তম জন্মবার্ষিকী আজ। বিভিন্ন সংগঠন নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করছে।

১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জের সয়া-ধানগড়া গ্রামে তার জন্ম। তার বাবার নাম হাজী শরাফত আলী খাঁ ও মায়ের নাম মজিরন বিবি। তার জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কাটিয়েছেন টাঙ্গাইলের সন্তোষে।

মওলানা ভাসানী রাজনীতির আলোক বর্তিকা হাতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এর আলো ছড়িয়েছেন। তিনি সারা জীবন সাধারণ মেহনতি মানুষের কল্যাণে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। তার উদ্যোগে ১৯৫৭ সালে কাগমারীতে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। বঙ্গবন্ধুও তাকে শ্রদ্ধা করতেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর ঢাকার পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

দিনটি উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজ ১১টায় নয়াপল্টনের যাদু মিয়া মিলনায়তনে মওলানা ভাসানীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ। একই সঙ্গে দলের সব মহানগর, জেলা ও শাখা কমিটি স্মরণসভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।

দিনটি উপলক্ষে ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। সকালে তার মাজারে

পুষ্পস্তবক অর্পণ ও মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. আলাউদ্দিন। বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

সকালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের দরবার হলে টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয় ও মওলানা ভাসানী স্মৃতিসৌধ ব্যবস্থাপনা কমিটির আয়োজনে আলোচনা সভা ও দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এ সময় মওলানা ভাসানীর মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও জিয়ারতের উদ্দেশে আগত সবাইকে মাস্ক পরিধান করতে হবে এবং গণজমায়েত পরিহারসহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাগুলো মেনে চলতে বলা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন: প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে ৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জেলা নির্বাচন অফিসে এ প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা তারেক আহম্মেদ প্রার্থীদের হাতে প্রতীক তুলে দেন। নির্বাচনে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে সদর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. কামরুল হাসান সার্বিক সহযোগিতা করেন।

নির্বাচনে মেয়র পদে সাত জন, সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে ১৩ জন এবং নয়টি ওয়ার্ডে সাধারণ কাউন্সিলর পদে ৬৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।’

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার নির্বাচনে ৬৭ হাজার ৭৭৪ জন ভোটার রয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ৩২ হাজার ৮০৪ এবং নারী ৩৪ হাজার ৯৭০ জন। ৩৩টি

ভোটকেন্দ্রে আগামী ২৮ ডিসেম্বর ইভিএমের মাধ্যমে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

মেয়র পদে আওয়ামী লীগ মনোনীত জাহাঙ্গীর আলম (নৌকা), বিএনপি মনোনীত সিরাজুল ইসলাম মনি (ধানের শীষ), বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী মাজিবুল হক মালিক মজু (মোবাইল ফোন), ইসলামী আন্দোলনের তুষার ইমরান (হাতপাখা), স্বতন্ত্র প্রার্থী তানভীর আহমেদ মাসরিকী (কম্পিউটার), স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট মনিবুল হাসান পলাশ (নারিকেল গাছ) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট সৈয়দ ফারুক উদ্দিন আহম্মেদ (জগ) প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা তারেক আহম্মেদ নির্বাচন কমিশনের দেওয়া আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলতে প্রার্থীদের নির্দেশনা দেন।

আবারও ধাক্কা খেলেন ট্রাম্প, এবার প্রত্যাখাত সুপ্রিম কোর্টেও

নির্বাচনে পরাজয় ঠেকাতে নানা কৌশলের অংশ হিসেবে মামলার পথও বেছে নেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু সেখানেও প্রত্যাখাত হলেন তিনি।

চারটি অঙ্গরাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল বাতিল চেয়ে ট্রাম্পের সমর্থনে করা মামলা খারিজ করে দিয়েছেন দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। খবর বিবিসির।

কয়েক দিন আগে টেক্সাস অঙ্গরাজ্য মামলাটি করে। অভিযোগে বলা হয় জর্জিয়া, মিশিগান, পেনসিলভানিয়া ও উইসকনসিনের নির্বাচনের ফলাফল বৈধ নয়।
এই চারটি অঙ্গরাজ্যে জো বাইডেন বিজয়ী হয়েছেন।

মামলাটিতে ১৯টি অঙ্গরাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল ও কংগ্রেসের ১২৭

জন রিপাবলিকান সদস্যের সমর্থন রয়েছে। কিন্তু শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট মামলা খারিজ করার কারণ হিসেবে বলেছে— এ মামলার জন্য টেক্সাসের কোনও আইনি সক্ষমতা নেই।

আদালত বলেছে, “যখন অন্য একটি অঙ্গরাজ্য নিজেদের নির্বাচন করে তখন টেক্সাসের সেই নির্বাচনে কোনও বিচারিক আগ্রহ থাকতে পারে না।”

এই আদেশ ট্রাম্পের জন্য আরও একটা ধাক্কা। কারণ এর আগে কোন তথ্য প্রমাণ ছাড়াই তিনি বলেছিলেন নভেম্বরের নির্বাচনের ফলাফল সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

পেনসিলভানিয়াতেও জো বাইডেনের জয়ের বিরুদ্ধে করা আরেকটি মামলা খারিজ করে আদালত।

মার্কিন ইলেকট্রোরাল কলেজ ভোটে ট্রাম্পকে ৩০৬-২৩২ হারিয়ে দেন ডেমোক্রেটিক প্রার্থী জো বাইডেন। ট্রাম্পের চেয়ে দেশব্যাপী ৭০ লাখ ভোট বেশি পান তিনি।

২০১৪ সালে পরাজয়ের জন্য সোনিয়া-মনমোহন দায়ী: লিখে গেছেন প্রণব

২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজিবির কাছে হারের পর থেকে ভারতে লাগাতার শক্তিক্ষয় হয়ে চলেছে কংগ্রেসের। ২০২০ সালে– ৬ বছর পরও চিত্রটা এতটুকু বদলায়নি। সদ্য সমাপ্ত বিহার নির্বাচনেও খারাপ ফল হয়েছে দলের। দলের শীর্ষ নেতৃত্বকেই হারের জন্য দায়ী করেছেন বেশ কয়েকজন বিক্ষুব্ধ নেতা।

এবার আগামী বছর জানুয়ারিতে প্রকাশিত হতে চলা প্রয়াত সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির বই ‘দ্য প্রেসিডেন্সিয়াল ইয়ার্স’–এও এই বিষয়টিরই উল্লেখ করা হয়েছে। জানা গেছে, বইটিতে ২০১৪ সালের নির্বাচন হারের জন্য সরাসরি সোনিয়া গান্ধী এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকেই দায়ী করেছেন প্রণব। শুধু তাই নয়,

তার রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরই যে দলের পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, সেকথাও লিখেছেন তিনি। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম পাঁচ বছরের কাজের নিরিখে নরেন্দ্র মোদিকে ‘একনায়ক’ হিসেবেই ব্যাখা করেছেন তিনি।

শুক্রবার ছিল প্রয়াত রাষ্ট্রপতির ৮৫তম জন্মদিন। আর সেদিনই সামনে এলো ‘দ্য প্রেসিডেন্সিয়াল ইয়ার্স’–এ লেখা প্রণব মুখার্জির এই বক্তব্য। বইয়ে তিনি লেখেন, ‘তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরেই কংগ্রেস দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সেসময় সোনিয়া গান্ধীও দলের রাশ নিজের হাতে রাখতে পারেননি।

এর সঙ্গেই তিনি ২০১৪ সালের নির্বাচনে হারের প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘কংগ্রেসের কিছু নেতা আমাকে বলেছিলেন যে, ২০০৪ সালে আমি প্রধানমন্ত্রী হলে ২০১৪ সালে কংগ্রেসকে এমন পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হত না। যদিও আমি এটা বিশ্বাস করি না। তবে আমার মনে হয়, আমি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর সোনিয়া গান্ধী দল সামলাতে সক্ষম হননি। অন্যদিকে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং সংসদে না থাকায় দলের সাংসদদের সঙ্গেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যার জন্যই এই ফলাফল হয়েছে।’

এখানেই শেষ নয়, বইটিতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনমোহন সিং এবং নরেন্দ্র মোদির প্রথম ইনিংসের কাজের পর্যালোচনাও করেছেন তিনি। মনমোহন সিং প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তার মনমোহন সিং জোটকে বাঁচাতেই বেশি সময় ব্যয় করেছিলেন, যা প্রশাসনের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলেছিল।’

অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম পাঁচ বছরের কাজের নিরিখে নরেন্দ্র মোদিকে ‘একনায়ক’ হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। এখন দেখার বিষয় আগামী জানুয়ারিতে বইটি প্রকাশের পর আর ও কী কী বিষয় সামনে আসে।

সূত্র: সংবাদ প্রতিদিন

দাম্পত্য জীবনের আট বছরে সাকিব-শিশির

দাম্পত্য জীবনের আট বছরে বাংলাদেশের ক্রিকেট সুপারস্টার সাকিব আল হাসান ও উম্মে আহমেদ শিশির। ২০১২ সালের ১২ ডিসেম্বর তাদের বিয়ে হয়। এই জুটির অষ্টম বিবাহবার্ষিকী আজ শনিবার।

১২-১২-১২। সংখ্যার বিচারে অনেকের কাছেই দিনটি ছিল বিশেষ দিন। এ রকম একটি দিনকে তাই অনেকেই অনেকভাবে স্মরণীয় করে রেখেছেন। ঠিক যেমন বাংলাদেশের ক্রিকেট অন্তঃপ্রাণ সাকিব আল হাসান এই দিনটি বিয়ের পিঁড়িতে বসে স্মরণীয় করে রেখেছেন। ওই দিনে, ৮ বছর আগে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন উম্মে আহমেদ শিশিরকে।

সাকিবপত্নী শিশিরের বাড়ি নারায়ণগঞ্জে। তিনি পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে থাকতেন। সেখানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করেছেন। ইংল্যান্ডে কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে গিয়ে দুজনের পরিচয়। এরপর প্রণয়। শেষ পর্যন্ত প্রণয় পরিণত হয় পরিণয়ে।

শিশিরের কোলজুড়ে ২০১৫ সালের নভেম্বরে আসে নতুন অতিথি আলাইনা হাসান আব্রি। কন্যা-অন্তঃপ্রাণ সাকিব বেশিদিন এই অদ্ভূত মিষ্টি মেয়েকে ছাড়া থাকতে পারেন না।

এবার তার ঘরে এসেছে আরেক অতিথি। এ নিয়ে গত ১১ মে এক স্ট্যাটাসে সাকিব লেখেন,‘আমাদের ছোট্ট পরী, পরিবারের নতুন সদস্য ইররাম হাসানের আগমনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। তার সুস্থ ও সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সবার কাছে আশীর্বাদ ও দোয়া কামনা করছি।’

বর্ণবাদবিরোধী অবস্থানে

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

থাকলেও তাকে স্মরণ করেছেন শাওন। ফেসবুকে ছবি দিয়েছেন। লিখেছেন ‘শুভ ১৬’। ২০০৪ সালের এ দিনে বিয়ে হয়েছিল হ◌ুমায়ূন আহমেদ ও মেহের আফরোজ শাওনের। বিয়ের দিনের নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনা কথায় রূপ দিয়ে ২০১৭ সালে ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন শাওন। এ বছর আবারও সেই স্মৃতি শেয়ার করেছেন তিনি। সেই পোস্টে শাওন লিখেছিলেন:

অশুভ ১৩…
এই ১৩ সংখ্যাটাই আমার জন্য সবচেয়ে শুভ… আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির জন্ম ১৩ তারিখ… আমাদের বিয়ের দিন তারিখও ১৩ হবার কথা ছিল… কিন্তু হঠাৎ করেই হুমায়ূন ভাবলেন একদিন আগেই বিয়ে করবেন… ঠিক করলেন ২০১২ সালের ডিসেম্বরের ১২ তারিখ (১২/১২/১২) ধুমধাম করে উদযাপন করবেন (বছরে ১৩ তম মাস থাকলে হয়তো ১৩/১৩/১৩ উদযাপনের কথা ভাবতেন তিনি)…

এতোক্ষণে নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে যে নানান গল্প ফেঁদে, ইনিয়ে বিনিয়ে আমি বলতে চাচ্ছি ডিসেম্বর ১২ আমাদের বিবাহের তারিখ… হুম তাই… ।
খুব সাদামাটাভাবেই হওয়ার কথা ছিল আমার বিয়েটা… ভেবেছিলাম কোনরকম একটা শাড়ি পড়ে তিন বার কবুল বলা আর একটা নীল রঙের কাগজে কয়েকটা সাইন…

হুমায়ূন এর বন্ধুরা আছেন তাঁর পাশে.., আর আছেন তাঁর মা… প্রকাশক মাজহারুল ইসলামের মা (আমার শাশুড়ি মা’র প্রিয় বান্ধবী) যখন তাঁর কাছে বিয়ের খবর জানিয়ে আমাদের জন্য দোয়া চাইতে গেলেন তখন তিনি স্পষ্টভাবে বললেন তাঁর বড়পুত্রের বুদ্ধি এবং দূরদর্শিতার প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা আছে… বড়পুত্র যখন বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই নিজের ভালো বুঝেশুনেই নিয়েছে… নিজে উপস্থিত না হলেও প্রিয়পুত্রের সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁর শুভকামনা সবসময়ই থাকবে…

আমার পরিবারের কেউ আমার সাথে নেই.., এমনকি নেই কোনও বন্ধুও… সবাই ত্যাগ করেছে আমাকে…

ডিসেম্বরের ১১ তারিখ হুমায়ূন আমাকে জোর করে পাঠালেন নিউমার্কেটে… উদ্দেশ্য একখানা হলুদ শাড়ি কিনে আনা, যেন সন্ধ্যায় আমি হলুদ শাড়ি পড়ে নিজের গায়ে একটু হলুদ মাখি… বললেন- “তোমার নিশ্চয়ই বিয়ে নিয়ে, গায়ে হলুদ নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল… আমাকে বিয়ে করার কারণে কোনোটাই পূরণ হচ্ছে না… আমি খুবই লজ্জিত… তারপরও আমি চাই আজ সন্ধ্যায় তুমি হলুদ শাড়ি পড়ে ফুল দিয়ে সাজবে… নিজের

জন্য.., তোমার ভবিষ্যত সন্তানের জন্য…, আমার জন্য… আমরা দু’জনে মিলে আজ গায়ে হলুদ করবো…”

আমি একা একা শাড়ি কিনলাম… গাঁদা ফুলের মালা কিনলাম… কি মনে করে একটা লাল পাঞ্জাবিও কিনে ফেললাম…

সন্ধ্যায় নিজে নিজে সাজলাম… বাথরুমের আয়নায় নিজেকে দেখে আমার চোখ ফেটে পানি চলে আসলো… চোখ মুছে খোঁপায়, কানে গাঁদাফুলের মালা গুঁজলাম… হঠাৎ শুনি বাথরুমের দরজায় ধুমধাম শব্দ… দরজা খুলে বেরিয়ে দেখি ডালা কুলো হাতে মাজহার ভাইয়ের স্ত্রী স্বর্ণা ভাবী, পাশে ৩ বছরের ছোট্ট অমিয়… একটু দূরে লাল পাঞ্জাবি পড়া হুমায়ূন ঠোঁট টিপে হাসছেন… হই হই করে ঘরে ঢুকলো হুমায়ূনের আরও বন্ধু আর তাদের স্ত্রীরা… তারা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল পাশের রুমে…

চার-পাঁচটা প্রদীপ দিয়ে সাজানো ছোট্ট একটি পাশ… সেখানে হলুদের কি স্নিগ্ধ ছিমছাম আয়োজন…! লেখক মইনুল আহসান সাবের ভাইয়ের স্ত্রী কেয়া ভাবী আর মাজহার ভাইয়ের স্ত্রী স্বর্ণা ভাবী আমার আর হুমায়ূনের হাতে ‘রাখি’ও পড়িয়ে দিলো… সেকি খুনসুটি..! সে-কি আল্লাদ..! সে এক অন্যরকম গায়ে হলুদ… আরেক ভাবী নামিরা স-ব মেয়েদের হাতে মেহেদী দিয়ে দিলো… আমার আর হুমায়ূনের দুই গাল কাঁচা হলুদে রাঙা…

আহা… ২০০৪ সালের সেই রাত…

আজ ১২ ডিসেম্বর… ২০০৪ এর এই দিনে কুসুম আর হুমায়ূন নতুন জীবন শুরু করেছিলো…

কুসুমকে শুভেচ্ছা… কুসুমের হুমায়ূনকে শুভেচ্ছা…